ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রে সৌন্দর্যানুভূতির স্বরূপ

অশোককুমার রায়

ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রে সৌন্দার্যানুভূতির অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে প্রধানত রসের পরিপ্রেক্ষিতে। ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রেক াব্য এ শিল্পতত্ত্বের কাব্যিক অভিজ্ঞতার মূলকথা হল রসাস্বাদন। গোড়ায় রস ছিল নাট্য শিল্পের মূল গুণ। পরে তা কাব্য এবং সঙ্গীত চিত্রকলা প্রভৃতি নন্দনকলাতেও প্রবেশ করে। সুতরাং ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রানুযায়ী সৌন্দর্যানুভূতির সঠিক প্রকৃতি নির্ণয় করতে হলে রসেরই ব্যাখ্যা করতে হবে। ভরত থেকে ভামহ পর্যন্ত আদিযুগের লেখকদের কাছে রস ছিল একটি বস্তুগত ধারণা। যার দ্বারা নাটক কিংবা কাব্য সৃষ্টিতে কোন সৌন্দর্যানুভূতি বা সৌন্দর্যাভিব্যক্তিকে বিশ্লেষণ করা হত। কিন্তু অভিনব গুপ্তের নেতৃত্বে শৈবদের অদ্বৈত দর্শনেরপ্রভাবে তা সম্পূর্ণভাবে মন্ময় প্রকৃতি গ্রহণ করে। অভিনব গুপ্তের মতো সৌন্দর্যসৃষ্টি নাটকের অংশ, সুতরাং তা হল রসসৃষ্টি। অভিনব গুপ্ত থেকে বিশ্বনাথ পর্যন্ত রসের যে ব্যাখ্যা হয়েছে তাকে নিম্নলিখিত ভাবে সংক্ষেপে বলা যায়ঃ ---

(১) সৌন্দর্যানুভূতি মূলত মানবিক আবেগের ওপর নির্ভরশীল। এটা হল আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা -- পরমানন্দ, আত্মোপলব্ধি অথবা আত্ম - পরিপূর্ণতার আবেগময় অবস্থা।
(২) এই পরমানন্দ লাভের অবস্থা আত্মিক জাগরণের অনুভূতির দ্বারা পরিবৃত, ইন্দ্রিয়াদি সুখ থেকে তা সম্পূর্ণ মুক্ত। দৈহিক অ াবেগ যখন শিল্পের আবেগে রূপান্তরিত হয় তখন তার হীন দোষগুলি অন্তর্হিত হয় -- স্থান ও কালের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে তা হয়ে ওঠে বিশ্বজনীন। ফলে, তা' দর্শকের প্রত্যক্ষ শারীরিক অভিজ্ঞতার অংশ আর থাকে না, এই অভিজ্ঞতা তাকে ক্ষুদ্র ঐহিক অভিজ্ঞতারওপর নিয়ে গিয়ে তার চেতনা ও অনুভূতিকে মার্জিত ও উন্নত করে তোলে। তা' হলে এই আনন্দানুভূতি বিশুদ্ধ আধ্যা ত্মিক আনন্দ নয়, কারণ এই অনুভূতি চিরন্তন নয় এবং তা ' সম্পূর্ণভাবে বাস্তব পটভূমি থেকে বিচ্যুত নয়। তাই ভারতীয় অলঙ্কার শ াস্ত্রের মতে, সৌন্দার্যানুভূতির অভিজ্ঞতা হল একটি অলৌকিক আনন্দ ও আত্মোপলব্ধির স্তর যা আবেগকে উন্নত স্তরে নিয়ে গিয়ে ল াভ করা যায়।
এই তত্ত্ব অবশ্য আজকের যুগে সমালোচনার অপেক্ষা রাখে। আধুনিক চিন্তাবিদ্‌দের মনে এই বিষয়ে তিনটি মৌলিক প্রশ্ন স্বতঃস্ফূর্ত ভ াবেই জাগ্রত হয়। তা হলঃ--
ক) আবেগজনিত অভিজ্ঞতা ও সৌন্দর্যানুভূতির অভিজ্ঞতার মধ্যে সম্পর্ক কি?
খ) সৌন্দর্যানুভূতির অভিজ্ঞতা কি একান্তভাবে এবং অপরিহার্যভাবে আনন্দদায়ক?
গ) যদি তাই হয়, তবে এই সৌন্দর্যানুভূতির আনন্দের স্বরূপ কি?
এই প্রশ্ন গুলির সদুত্তর না পেলে কোন শিল্প রসিক তৃপ্ত হতে পারেন না। তাই আধুনিক শিল্প ও সমালোচনা তত্ত্বের পটভূমিতে এই প্রশ্নগুলির বিচার করা প্রয়োজন।
ক) আবেগজনিত অভিজ্ঞতার মধ্যে সম্পর্ক কি?
সৌন্দর্যানুভূতির অভিজ্ঞতা মূলত আবেগের ওপরই অবস্থিত। প্রত্যক্ষ হোক কিংবা অপ্রত্যক্ষ হোক, সুপ্ত হোক বা জাগ্রত হোক কে ানো আবেগের সম্পর্ক ছাড়া সৌন্দর্যানূভূতিও সম্ভব নয়। অধিকাংশ ভারতীয় শিল্প - সমালোচকগণ শিল্পাবেগ এবং মানবিক অ াবেগেরসঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক স্বীকার করেন-- ন ভাবহিনোস্তি রসোন ভাবো রস বর্জিতঃ। তা' সত্ত্বেও শিল্পাবেগের স্বরূপ মানবিক আবেগ থেকে আলাদা। এই দুটি কখনও এক হতে পারে না।
স্বাভাবিক মানবিক অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ অথবা অন্য ব্যক্তির অভিজ্ঞতা সহানুভূতির মাধ্যমে লাভ করা হয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দুই শ্রেণির (১) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং (২) অপ্রত্যক্ষ অথবা প্রত্যাবৃত্ত। সৌন্দর্যানুভূতির অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ নয়। এটা কি অপ্রত্যক্ষ হতে পারে না? অপ্রত্যক্ষ বা প্রত্যাবৃত অভিজ্ঞতা হল তাই যা'ঐ প্রত্যক্ষ প্রেরণা ছাড়াই আমাদের চেতনায় সঞ্চারিত হয়। সহজ ভাবে বলতে গেলে, এটা হল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ। কিন্তু সৌন্দর্যানুভূতির অভিজ্ঞতা কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্মৃতি নয়, কারণ স্মৃতিচারণের মধ্যেও স্বরূপ অনুযায়ীই তা' হবে আনন্দদায়ক অথবা বেদনাদায়ক।
কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে চতুর্থ অঙ্ক যখন আমরা দেখি, তখন আমাদের নিজ কন্যার বিদায় বেদনার প্রত্যক্ষ

অভিজ্ঞতা থেকে সৌন্দর্যানুভূতির অভিজ্ঞতা হয় না, কিংবা কোন অতীতের বেদনার স্মৃতিচারণও তা' নয়। এটা কি তা' হলে অপরের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন--- এ ক্ষেত্রে কন্বমুনির বেদনার্ত হৃদয়াবেগের চরিত্রের আবেগ জনিত অভিজ্ঞতার যে প্রতিত্রিয়া দর্শকের মনে দেখা দেয় তার প্রেক্ষিতে দর্শকের অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করতে হয় তাহলে সবটাই বিভ্রান্তিকর হবে। রাম এবং সীতার প্রণয় দৃশ্য অথবা অন্য কোন দম্পতির প্রণয়দৃশ্য তো তাহলে আমাদের মনে বিরক্তি বা বিরূপ প্রতিত্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, কারণ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে জনসমক্ষে তুলে ধরা হযেছে নাটকের মাধ্যমে। নিশ্চিতই সেটাকে সৌন্দর্যানুভূতির অভিজ্ঞতা বলা চলে না।

তাই এ কথা নিঃসন্দেহ বলা যায়, সৌন্দর্যানুভূতির অভিজ্ঞতা মূলত মানবিক আবেগ ভিত্তিক হলেও তা' আমাদের সাধারণ আবেগ সঞ্জাত অভিজ্ঞতার সমান্তরাল নয়, আবার নাটকীয় চরিত্রের অভিজ্ঞতা নয়, আবার নাটকীয় চরিত্রের আবেগ সজ্ঞাত নয়, আবার নাটকীয় চরিত্রের আবেগ সজ্ঞাত অভিজ্ঞাতার মানবিক আবেগ থেকে উদ্ভূত, কিন্তু তা' মানবিক আবেগ থেকে স্বতন্ত্র। কথাটা স্ব - বিরোধী মনে হতে পারে, কিন্তু বিষয়টি তাই। সৌন্দর্যানুভূতির অভিজ্ঞতা কোন ব্যক্তিগত আবেগের অভিজ্ঞতা নয়, এটা হল ব্বিজনীন। এই অভিজ্ঞতা মনের মুক্তাবস্থা থেকে উদ্ভুত, অহংবাদী স্বার্থ থেকে তা মুক্ত, ফলে তাতে কোন বিষাদের চিহ্ থাকে না। মধুর ও আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে। আত্মোপলব্ধি বা আত্মিক পরিপূর্ণতার অনুভূতি উপলব্ধি করা যায় মানবিক আবেগের বিক্ষুব্ধ স্বরূপে যা শিল্পকর্মে বিধৃত থাকে।

সৌন্দর্যানুভূতির অভিজ্ঞতা কি একান্তভাবে আনন্দদায়ক? অলঙ্কার শাস্ত্রে এটা একটি প্রধান এবং বিতর্কমূলক বিষয়। এ কথা কেউ অস্বীকার করেন না যে, সৌন্দর্যানুভূতির অভিজ্ঞতা প্রায়ই হয় আনন্দদায়ক, কিন্তু প্র হচ্ছে তা একান্তভাবে এবং অপরিহার্যভা৪বে অ ানন্দদায়ক কি না। অর্থাৎ কণরসের অভিজ্ঞতাও আনন্দদায়ক কি না। ভারতের ও পাশ্চাত্যের অধিকাংশ চিন্তাবিদ এই আনন্দবাদী নীতির সমর্থক হলেও তার বিদ্ধ মতও আধুনিক যুগে খুব প্রবল হয়ে উঠেছে। আমি এ বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব মূলক মতগুলি সংক্ষেপে উপস্থিত করছি---

১) সৌন্দর্যানুভূতির অভিজ্ঞতা হল পরমানন্দের যা' দু'প্রকার (ক) আত্মা বা চেতনার গভীর আনন্দময়তা এবং (খ) শারীরিক অ ানন্দ। তৃতীয় আরেকটি শ্রেণিও আছে যাকে বলা যায় আমোদ। নাটক সম্পর্কে এর প্রয়োগ নিম্নমানের। এই তিনটি অর্থেই আনন্দ হল সাধারণ ব্যাপার। মর্জিত মনের তৃপ্তি অথবা নিম্নস্তরের আমোদ উভয়েই আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা।

২) শিল্পকর্মের বিষয়বস্তু অনুযায়ী এটি আনন্দদায়ক অথবা নিরানন্দ হয়; বিষয়বস্তু আনন্দদায়ক হলে তা' পাঠককে আনন্দ দেবে। ত া' নাহলে পাঠক মন বিষন্ন ও বিমর্ষ হয়ে উঠবে।

৩) এটি আনন্দ ও নিরানন্দ প্রতিত্রিয়ার মিশ্রণ। আমাদের সমস্ত আবেগই মাত্রাভেদে আনন্দ ও বেদনার কিছুটা মিশ্রণ থাকে।

৪) তাহলে এটি আনন্দদায়কও নয়, বেদনাদায়কও নয়। এ হল অবয়বের এমন মুক্তাবস্থা যেখানে ব্যক্তিগত অহং - এর আনন্দ -বেদন া এবং তার আনন্দ ও বেদনার কোন চিহ্ থাকে না। সম্পূর্ণ মানসিক স্বস্তি বোধই শুধু থাকে।

৫) সর্বশেষে বলা যায়, সৌন্দর্যানুভূতির অভিজ্ঞতা একটি সরল অভিজ্ঞতা নয়, নানারকম সূক্ষ্ম এবং কখনো - বা পরস্পর বিরোধী অভিজ্ঞতার একটি কাঠামো।

এবিষয়ে কোনো স্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হবার আগে এই মতগুলো খুঁটিয়ে বিচার করা দরকার। প্রথমেই দুই নম্বরের তত্ত্ব নিয়ে শু করি। এতে বলা হয়েছে 'শিল্পকর্মের বিষয়বস্তু অনুযায়ী সৌন্দর্যানুভূতির অভিজ্ঞতা আনন্দদায়ক বা নিরানন্দ হয়।' প্রথমেই আমাদের মনে আসবে যে, ট্র্যাজিক শিল্প পাঠে আমাদের মানসিক অবস্থা অবশ্যই বেদনাতুর হবে। কিন্তু এই মত বাতিলের পক্ষে অনেক যুক্তি আছে। প্রথমেই আমাদের মনে আসবে যে, ট্র্যাজিক শিল্প পাঠে আমাদের মানসিক অবস্থা অবশ্যই বেদনাতুর হবে। কিন্তু এই মত বা তিলের পক্ষে অনেক যুক্তি আছে। বেদনাবোধের প্রতি মানুষের এমনই স্বাভাবিক বিরূপতা আছে যে, কেউ সময় ও অর্থব্যয় করে শুধুমাত্র বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা লাভ করতে চাইবে না। এটা সত্য যে আমরা অনেক সময়েই দুঃখের সম্মুখীন হই--- অনেকে জীবনে তা' বরণওকরি। মরমীয়া করিরা তো দুঃখের জন্য সাধনাই করে গেছেন, যা সুবিদিত। বৌদ্ধ দার্শনিকরা দুঃখকে অন্যতম মহাসত্য র পে নন্দিত করে গেছেন। কিন্তু ভালভাবে ব্বিশ্লেষণ করলেই আমরা দেখতে পাবো যেএখানে দুঃখ একটি উপায় মাত্র, এটাই লক্ষ্য নয়। মরমীয়া সাধকেরা দুঃখের আকাঙ্খা করেন কারণ এর দ্বারাই তাঁরা তাঁদের চিরন্তন প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হতে পারবেন। বৌদ্ধ দর্শনেও দুঃখকে একটি পরম সত্য রূপে গণ্য করা হয়েছে, কারণ পরিণামে এই দুঃখকে জয় করেই আমরা নির্বাণ লাভ করতে পারি। তাই এখানেও দুঃখের নিবৃত্তি নয় যা' হল চরম লক্ষ্য। পাঠক কিংবা দর্শক মরমীয়া নন, দার্শনিকও নন। সুতরাং তাঁরা শুধুমাত্র কণ অভিজ্ঞতা লাভের জন্যই ট্র্যাজেডি দেখতে যাবেন এটা গ্রহণযোগ্য মত নয়।

অনেক সময় যুক্তি দেখানো হয় যে, ট্র্যাজিক কাহিনির অভিজ্ঞতা বেদনাদায়ক, কিন্তু তবু পাঠক তার প্রতি আকৃষ্ট হয় তার শিল্পগুণের জন্য। বিচার করে দেখলে এই যুক্তিও টেকে না। (ক) যদি কোনো ভয়ানক ট্রাজিক অবস্থা দেখে দুঃখ বা ভীতির সৃষ্টি হয় তাহলে তার প্রতিত্রিয়া এমন সাঙঘাতিক হবে যে ছন্দ, অলঙ্কার, সঙ্গীত এবং নাট্যমঞ্চের অন্যান্য আকর্ষণ সত্ত্বেও দর্শকের মন থেকে সেই ভাব তিরোহিত হবে না। (খ) তা' ছাড়া ট্রাজিক ভাব এবং শিল্পগুণকে পৃথক করে দেখানোর এই তত্ত্বও ঠিক নয়। কাব্যতত্ত্ব এবং মনস্তত্ত্ব

এই ব্যাখ্যাকে সেকেলে বলে বাতিল করবে। সাধারণ মানুষ শিল্পের এত সূক্ষ্ম সৌন্দর্য সম্পর্কে অবহিত নয়, এবং শিল্পরসিকরা শুধুম াত্র কাব্যের বহিরঙ্গ সৌকর্য বা অভিনয় কলা দেখেও তৃপ্ত হন না।

তা হলে আমরা তৃতীয় ও পঞ্চম বিকল্পটি নিয়ে আলোচনা করতে পারি। এখানে শিল্পাবেগকে মিশ্র অভিজ্ঞতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমোক্ত সংজ্ঞার বক্তারা শুধু আনন্দ ও বেদনার মিশ্রণের কথা বলেন। আধুনিক মনস্তাত্বিকরা একটি অভিজ্ঞতার প্যাটার্নের কথা চিন্তা করেন। এই ধারণাগুলি ভারতীয় চিন্তাবিদ্‌দের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে এ মিশ্রণ বা মিশ্র প্যাটার্ন ভাবনা পদ্ধতিরই একটি অংশ, রস পরিণতির পর্যন্ত তা প্রসারিত হয় না। সেখানে সমস্ত মিশ্র ভাবনার বৈচিত্র্য একটি অভিজ্ঞতাতেই পরিণতি লাভ করে। সৃজন কর্মে শিল্পীকে আনন্দ ও বেদনা প্রভৃতি নানারকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু পরিণামে তিনি এই সব অভিজ্ঞতাতেই সমীকরণ করতে সক্ষম ছাড়া শিল্প সৃষ্টি ব্যর্থ হয়। তদনুরূপ শিল্প উপলব্ধির ক্ষেত্রেও আমাদের বিভিন্ন প্যাটার্নের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা একটি প্যাটার্নে গিয়ে মিলিত হয়। মিশ্র অভিজ্ঞতার মধ্যেও এই যে সামগ্রিক ঐক্যের অভিজ্ঞতা সেটাই হল শিল্প। তাই সৌন্দর্যানুভূতির অভিজ্ঞতা একান্তভাবে আনন্দদায়ক, এ যুক্তি বিশ্লেষণে টেঁকে না।

এই আনন্দের স্বরূপ কি? এটা স্পষ্ট যে আনন্দের অভিজ্ঞতা অথবা আনন্দ বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন স্তরের হয়। সুতরাং আনন্দের স্বরূপ ব্যাখ্যা না করলে সৌন্দর্যানুভূতির অভিজ্ঞতার সংজ্ঞা অপূর্ণ থেকে যাবে। এক্ষেত্রে ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য কাব্যতত্ত্ব বিশ ারদদের বক্তব্য বিচার করে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। এ বিষয়ে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকদের মূল বক্তব্য হলঃ--

সৌন্দর্যানূভূতির আনন্দ এক ধরনের মানসিক শারীরিক আনন্দ। প্রাচীনদের মধ্যে প্লেটো এবং আধুনিক চিন্তাবিদ্‌দের মধ্যে মার্কস ফ্রয়েড তাঁদের নিজস্ব এবং ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ওই মত প্রকাশ করেছেন।

অপর পক্ষে ভারতীয় দার্শনিকদের উপলব্ধিতে সৌন্দর্যানুভূতির আনন্দ এক ধরনের আধ্যাত্মিক আনন্দ। সংস্কৃত আলঙ্কারিক অভিনব গুপ্ত এবং জগন্নাথ পণ্ডিতের মতে অবতারগণের মহাপুষগণের দেহের জ্যোতি ও আনন্দময়ী মূর্তি কি এক অপ্রাকৃত রস সৌন্দর্যেরসন্ধ ান দেয় না? প্রকৃত মহাপুষ বা ভক্তকে দেখলেই বুঝতে বাকি থাকে না যে তাঁরা এ'জগতে থেকেও যেন এ' জগতের জীব নন। তাঁরা ত্রিতাপ দগ্ধ জীবকে শান্তি বারি, অপ্রাকৃত রস বিলোবার জন্যই জগতে অবতীর্ণ। তাঁরা প্রাকৃত জগতে থেকেও অপ্রাকৃত জগতের সৌন্দর্যে ডুবে আছেন। সাধুগণ বলে থাকেন -- অবতারগণের, মহাপুষগণের দেহের জ্যোতি ভগবানেরই রূপ।

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন --- ''লোহা যদি একবার মাত্র স্পর্শমণি ছুঁয়ে সোনা হয়, তাকে মাটির ভিতর চাপা রাখো, অ ার আস্তাকুঁড়ে ফেলে রাখো, সে সোনা। যিনি সচিচদানন্দ লাভ করেছেন, তাঁর অবস্থা সেই রকম।''

তাই বলতে চাই যে অবতারগণের, মহাপুষগণের দেহের অপ্রাকৃত জ্যোতি পরব্রহ্মের জ্যোতি, তাঁদের রূপ সচিচদানন্দময় পরম পুষেই রূপ। মহাপুষগণ পৃথিবীর জ্যোতি।

বাইবেলে St. Mathews বলেছেন -- "You are the light of the world. A city that is set on a hill can not be bid.